ইসলাম প্রচার

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

ইসলাম প্রচার

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটির প্রস্তুতিতে প্রতিটি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, প্রকাশক এখানে থাকা তথ্য ব্যবহার করার ফলে ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা ক্ষতির জন্য কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবেন না।

ইসলাম প্রচার

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

কপিরাইট © 2023 ShaykhPod Books.

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

কম্পাইলারের নোট

ইসলাম প্রচার

ভূমিকা

সঠিক জ্ঞান পাস করা

উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব

সরল বক্তৃতা

আন্তরিকতা

সম্মান

ভদ্রতা

সহনশীল

ভারসাম্য

জিনিষ সহজ করুন

মৃদু জেদ

পুরস্কারের আশায়

শক্তিশালী প্রমাণ

সুন্দর এবং সহজ উপস্থাপনা

প্রাসঙ্গিক সমস্যা ঠিকানা

[বিশ্বস্ত](#)

[পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি](#)

[সীমা বুঝুন](#)

[ধৈর্য](#)

[দরকারী তথ্য](#)

[উপসংহার](#)

[ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক](#)

[অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া](#)

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ইসলাম প্রচার

ভূমিকা

ইসলামের বাণী প্রচার করা সকলের জন্য তাদের জ্ঞান ও সামাজিক প্রভাব অনুসারে কর্তব্য। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 110:

"তোমরা মানবজাতির জন্য [উদাহরণস্বরূপ] উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ জাতি। তুমি সৎ কাজের আদেশ কর এবং অন্যায়কে নিষেধ কর..."

অতএব, এই বইটি সফলভাবে ইসলামের বাণীকে সঠিকভাবে প্রচার করার জন্য একজন মুসলমানের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু মহৎ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবে।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

সঠিক জ্ঞান পাস করা

সমাজের মধ্যে ইসলামের সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার সময় সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায়, হুজুর পাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সতর্ক করা হয়েছে, সুনানে ইবনে মাজাহ, 206 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় যে, একজন ব্যক্তি কেবল ভুল জ্ঞান প্রদানের জন্য শাস্তি পেতে পারে না তবে শাস্তি কতটা বৃদ্ধি পাবে তার উপর নির্ভর করে। মানুষ এর উপর কাজ করে। দুর্ভাগ্যবশত, এই হাদিসটি খুব সাধারণভাবে উপেক্ষা করা হয় যার ফলে অবিশ্বস্ত এবং ভুল জ্ঞানের বিস্তার ঘটে। সঠিক জ্ঞানের অভাব অবিশ্বাসের দরজা খুলে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু লোক যা কিছু বোঝে না তার সব কিছুকে উদ্ভাবন বা বহুদেবতা বলে লেবেল করে। তারা এমনকি সহীহ মুসলিম, 216 নম্বর হাদিসটি উপলব্ধি না করেই মুসলমানদেরকে মুরতাদ হিসাবে লেবেল করে। এটি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে কেউ যদি একজন মুসলিমের বিরুদ্ধে কুফরীর মিথ্যা অভিযোগ করে তবে অভিযোগকারী তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। অজ্ঞতা শয়তানের অন্যতম অস্ত্র এবং এই ফাঁদ ছড়িয়ে দেওয়ার আগে একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের কাছ থেকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করলেই এ ফাঁদ এড়ানো যায়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 9:

"... বলুন, "যারা জানে তারা কি সমান যারা জানে না?"..."

উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করে তাদের প্রথমে তাদের জ্ঞানের উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামী জ্ঞানের সমাবেশে যোগদানের জন্য একজনকে কয়েকদিন ভ্রমণ করতে হতো কিন্তু এখন অনলাইনে অসংখ্য বক্তৃতা পাওয়া যায়। তথাপি, ধার্মিক পূর্বসূরিদের চলে যাওয়ার পর থেকে সঠিক পথ সম্পর্কে অজ্ঞতা বেড়েছে। এর কারণ হল, কেউ কেউ পবিত্র কুরআনের আয়াত ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস মুখস্থ করে জ্ঞান অর্জন করেছেন, কিন্তু তাদের চরিত্র পরিশুদ্ধ করতে ব্যবহার করেননি। অর্থ, তারা তাদের জ্ঞানের উপর আমল করেনি। যারা এরূপ কাজ করবে তারা তাদের উপদেশের মাধ্যমে অন্যের হৃদয়ে প্রভাব ফেলার শক্তি হারাবে। কিছু লেকচারার হল নিউজ বুলেটিনগুলির মতো যেগুলি অন্যদেরকে কাজ করার জন্য উদ্দীপিত না করে শুধুমাত্র তথ্য প্রদান করে যার ফলে তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে অন্যদেরকে গাইড করার দায়িত্বে ব্যর্থ হয়। অমুসলিমরা মূলত একজন সফল মুসলিমের বাস্তব উদাহরণ না দেখে ইসলামের নিজস্ব গবেষণার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করছে। যারা ইসলাম প্রচার করতে চায় তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের চরিত্র পরিশুদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

যখন কেউ এইভাবে কাজ করে তখন একটু সঠিক জ্ঞান নিজের এবং অন্যদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। যদিও, যারা এই সঠিক মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করে

তাদের কাছে আরও জ্ঞান থাকতে পারে তবে এটি কারও উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। পবিত্র কুরআনে এই ধরনের ব্যক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায় 62 আল জুমুআহ, আয়াত 5:

"...এবং তারপর এটি গ্রহণ করেনি (তাদের জ্ঞানের উপর কাজ করেনি) গাধার মত যে [বইয়ের] ভলিউম বহন করে..."

সরল বক্তৃতা

ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার সময় অপ্রয়োজনীয় জটিল পদ এবং ফুলের বক্তৃতা এড়ানোও গুরুত্বপূর্ণ। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করে, যিনি সহীহ মুসলিম, 1167 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করেছেন যে তিনি ব্যাপক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর অর্থ হল তার কথাগুলি বিন্দু পর্যন্ত ছিল কিন্তু জ্ঞানের একটি সমুদ্রের মূল্য রয়েছে। এই মনোভাবের অনুরূপ যখন লোকেরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারে। কেউ কেউ অন্যদের থেকে আলাদা হওয়ার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তবে এটি একটি বিভ্রান্তিকর মনোভাব কারণ একজন মুসলিম যিনি ইসলামের বাণী প্রচার করেন তার কর্তব্য হল সমাজকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

আন্তরিকতা

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চায় তাদের কখনই জ্ঞান অর্জন করা উচিত নয় অন্যদের বিতর্কে পরাজিত করার জন্য বা অন্যকে বুদ্ধিহীন মনে করার জন্য এবং এই দায়িত্ব পালন করার সময় খ্যাতি অর্জন করা উচিত নয় । অন্যথায়, যে জ্ঞান মানুষকে মহান আল্লাহর নৈকট্য আনার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, তা কেবল তাদের এমন একজন মুনাফিকের মতো আচরণ করে যে কেবল খ্যাতি কামনা করে অন্যের উপকার করার ভান করে। যারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে এইভাবে কাজ করে তাদের জাহান্নাম থেকে সতর্ক করা হয়েছে । এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অ্যালকোহল ঘোষণা করা হয়েছে সুনানে আন নাসাই, নং 5669-এ পাওয়া একটি হাদিসে মন্দের অন্য কথা , কারণ এটি অগণিত অন্যান্য পাপের দরজা খুলে দেয় । একইভাবে, ইসলামের বাণী প্রচারের মাধ্যমে খ্যাতির প্রতি ভালোবাসা আলেমদের জন্য মন্দের জননী। এই মনোভাব সর্বদা অন্যান্য পাপের দিকে নিয়ে যায় যেমন, মিথ্যা বলা, গীবত করা, হিংসা ও ভন্ডামি। তাদের ভুল উদ্দেশ্যের কারণে এই লোকেরা কখনই অন্যের কাছ থেকে সত্য গ্রহণ করবে না কারণ তারা ভয় করে যে তাদের থেকে তাদের চেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করবে । এটি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসকে প্রেক্ষাপটের বাইরে ঘুরিয়ে সত্যের বিরুদ্ধে তর্ক করার দিকে নিয়ে যায় । যখন কেউ ইসলামের বাণী প্রচারের শিষ্টাচার মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, মহান আল্লাহ তাদের অন্তর থেকে ঈমানের আলো দূর করে দেন। তাদের জ্ঞানের পরিবর্তে তাদেরকে আলো ও আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় মহিমান্বিত, এটি কেবল তাদের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হল, যখন বহির্বিশ্ব এই লোকদের পর্যবেক্ষণ করে তখন তারা ভালভাবে বিশ্বাস করে যে এটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবায়ে

কেরাম , তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং ন্যায়পরায়ণ পূর্বসূরিদের মনোভাব। অন্যদের মধ্যে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়া কেবল আরও অসুবিধার দিকে নিয়ে যাবে ব্যক্তির জন্য এটাই আমি এক কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক , একবার একটি হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে ইবনে মাজাহ, 256 নম্বরে পাওয়া যায় যে , জাহান্নামের আরও খারাপ অংশ তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে যারা তাদের জ্ঞান ব্যবহার করে । খ্যাতির জন্য পবিত্র কুরআন ।

দুর্ভাগ্যবশত, কিছু লোক তাদের কৃতকর্মের জন্য অন্যদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চায় যেখানে মহানবী সা. তাদের উপর হোক, এবং ধার্মিকরা কখনও মানুষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে । তারা কেবল খুশি করতে চেয়েছিল মহান আল্লাহ , একমাত্র তাঁর কাছেই পুরস্কারের আশা করেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 164:

"এবং আমি এর জন্য আপনার কাছে কোনো অর্থ চাই না। আমার পাওনা একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।"

সর্বদা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখতে হবে । শুধুমাত্র এই নিয়তই নির্ধারণ করবে তারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবে কি পাবে না উচ্চাভিলাষী। এটি একটি হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে সহীহ বুখারীতে পাওয়া যায়, নম্বর 1।

প্রকৃতপক্ষে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, একবার সহীহ মুসলিম, 4923 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে জ্ঞান অর্জন ও প্রসারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তির বিচার বর্ণনা করেছেন। তিনি যেমন খ্যাতি আল্লার আকারে মানুষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন মহিমান্বিত, ঘোষণা করবে যে তার খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে আখিরাতে তার জন্য আমার কোন পুরস্কার নেই। তারপর লোকটিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ শুধুমাত্র বৈষয়িক সুবিধার জন্যই উদ্দেশ্য করে না বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এমন উপদেশও দেয় যা মানুষকে খুশি করে এবং সেই পরামর্শ থেকে বিরত থাকে যা তাদের অসন্তুষ্ট করে, যদিও এটি সত্য। এটাকে ইসলামের বাণী ছড়ানো বলে মনে করা হয় না এবং এটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর গজবের দিকে পরিচালিত করবে।

সম্মান

অমুসলিমদের সাথে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করার সময় সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করা উচিত এবং কখনই অপমান করা উচিত নয়। ইসলামের প্রকৃত শান্তিময় বার্তা মানুষ বুঝবে একমাত্র উপায় যদি তারা ইসলামের বাণী প্রচারকারী একজন মুসলমানের আনন্দদায়ক মনোভাব লক্ষ্য করে । একজন মুসলমান যে প্রমাণ উপস্থাপন করে তা শক্তিশালী হওয়া উচিত তবে তারা যে ভাষা ব্যবহার করে তা নরম হওয়া উচিত। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 125:

" প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ সহকারে তোমার প্রভুর পথে দাওয়াত দাও এবং তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক কর যা সর্বোত্তম..."

মহানবী হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে মহান আল্লাহর বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর ভাই হযরত হারুন (আঃ) এর সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছিলেন । হযরত হারুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকতর সাবলীল ও নম্র কথাবার্তায় তিনি এই কামনা করেছিলেন। যদি মহানবী হযরত মূসা (সাঃ) এই নির্দিষ্ট গুণের জন্য অনুরোধ করেন তবে আজকে কেউ যখন ইসলামের বাণী প্রচারের চেষ্টা করে তখন কেন তা প্রত্যাখ্যান করে? অধ্যায় 28 আল কাসাস , আয়াত 34:

“এবং আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশি সাবলীল ভাষায়, তাই তাকে সমর্থন হিসাবে আমার সাথে পাঠান, আমাকে যাচাই করে। প্রকৃতপক্ষে, আমি ভয় করি যে তারা আমাকে অস্বীকার করবে।"

মুসলমানরা যখন পূর্বের আয়াতে উল্লিখিত বিপরীত বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে তখন তা ইসলামের সুনামকে কলঙ্কিত করে এবং মানুষকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়।

ভদ্রতা

ভদ্রতার মধ্যেই ইসলামের সৌন্দর্য পাওয়া যায় । অনেক হাদিসে যেমন সুনানে ইবনে মাজা, ৩৬৮৯ নম্বরে পাওয়া যায় এমন অনেক হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ দিয়েছেন । পবিত্র কুরআনে এমনকি উল্লেখ করা হয়েছে যে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাঁর নম্রতা ও কোমল স্বভাবের কারণে সর্বদা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে স্নেহের সাথে চলতেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 159:

" সুতরাং আল্লাহর রহমতে, [হে মুহাম্মদ], আপনি তাদের প্রতি নম্র ছিলেন। আর আপনি যদি [কথায়] অভদ্র এবং হৃদয়ে কঠোর হতেন তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..."

আরবরা কঠোর হৃদয়ের জন্য কুখ্যাত ছিল কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কারণে শান্তি ও তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, তাদের মেজাজ অনেক সময় তাদের কঠিন হৃদয় গলে যেত এবং এইভাবে তারা গ্রহণ করত এই গুণটি এবং মানবজাতির বাকি পথ দেখানোর জন্য বীকন হয়ে উঠেছে । এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক, একটি হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে সুনানে আবু দাউদ, 4809 নম্বরে পাওয়া যায় যে, যে ভদ্রতা থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 103:

"... এবং তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর - যখন তোমরা শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়কে একত্রিত করেছিলেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই হয়ে গেলে..."

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চায় তাদের জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট বার্তা। তাদের অবশ্যই কঠোর ধ্বংসাত্মক মানসিকতার পরিবর্তে একটি কোমল গঠনমূলক মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। তাদের উচিত জনগণকে একত্রিত করা এবং ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে অন্যের উপকার করার চেষ্টা করা সমাজের মধ্যে বিতর্ক। একটি ভাল উদাহরণ এই তাদের সন্তানদের প্রতি একজনের মনোভাব দেখা যায়। যে বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের প্রতি নম্র স্বভাব দেখিয়েছিলেন তারা দত্তক নেওয়া বাবা-মায়ের চেয়ে তাদের উপর অনেক বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। একটি কঠোর মেজাজ। প্রায়শই কেউ কেউ তাদের কঠোর মনোভাব দিয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয় এবং এটি ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে চ্যালেঞ্জ করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। উদাহরণস্বরূপ, একবার এক অশিক্ষিত বেদুইন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মসজিদে প্রস্রাব করে । যখন সাহাবায়ে কেরাম রা আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাকে শাস্তি দিতে চান মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তাঁর উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, তাদের নিষেধ করলেন এবং মসজিদে থাকার আদব বিদুইনকে আলতো করে ব্যাখ্যা করলেন। এই ঘটনাটি সুনানে ইবনে মাজাহ 529 নং হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে । এই নরম দৃষ্টিভঙ্গি লোকটিকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানেও উল্লেখ আছে। যেমন ফেরাউন নিজেকে সর্বোচ্চ প্রভু বলে দাবি করলেও তথাপি মহান আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারুন (আঃ)-কে। উভয়, ফেরাউনকে

আমন্ত্রণ জানানো না মৃদু এবং সদয় বক্তৃতা ব্যবহার করে নির্দেশনার দিকে। C hapter 79 An Naziat, আয়াত 24:

"এবং বললেন, "আমিই তোমার শ্রেষ্ঠ প্রভু।"

এবং অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 43-44:

“তোমরা দুজনেই ফেরাউনের কাছে যাও। নিঃসন্দেহে সে সীমালংঘন করেছে। এবং তার সাথে মৃদু কথা বল, যাতে সে স্মরণ করিয়ে দেয় অথবা [আল্লাহকে] ভয় করে।"

শিশুরা এমনকি পশুরাও ভদ্রতার ভাষা বোঝে। সুতরাং একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ইসলাম ও কল্যাণের দিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে কীভাবে সঠিক পথ দেখা যাবে না? এ কারণেই মহানবী সা এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদীসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সহীহ মুসলিম, 6601 নম্বরে পাওয়া যায় যে , আল্লাহ তায়ালা তিনি তাঁর অসীম মর্যাদা অনুসারে দয়ালু এবং কোমল এবং সৃষ্টিকে একে অপরের সাথে নরম আচরণ করতে পছন্দ করেন । দুর্ভাগ্যবশত, অনেক যারা শব্দ ছড়িয়ে ইসলামের ভ্রান্ত আকিদা গ্রহণ করেছে ভদ্র হওয়া আমি দুর্বলতার লক্ষণ । এটা শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ সে মানবজাতিকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায় ।

সহনশীল

ইসলামের বাণী প্রচারের আরেকটি মূল দিক হল অন্যের আচরণের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং সহনশীল হওয়া। এটা জানা সাধারণ জ্ঞান যে যখন জিনিসগুলিকে মৃদুভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যারা নিজেদের ভালো করতে চায় তারা তা গ্রহণ করবে। অথচ ক্রোধ ও হতাশাকে গ্রহণ করলেই মানুষ ভালো থেকে দূরে সরে যাবে উপদেশ

যে এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করবে সে মানুষের প্রকৃতি বুঝতে পারবে এবং এইভাবে আচরণ করবে তাদের সেই অনুযায়ী যা চিকিৎসার চেয়ে বেশি উপকারী সবাই একই ভাবে।

ভারসাম্য

ইসলামের বাণী প্রচার করতে ইচ্ছুক মুসলমানদের ক্রমাগত জাহান্নামের মতো ভয়ঙ্কর জিনিসগুলি উল্লেখ করে লোকেদের ভয় দেখানো উচিত নয় বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দেখানো উচিত যাতে তারা তাদের মনোভাব অনুসারে মানুষের সাথে আচরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি ভয়ের মধ্যে থাকে এবং এইভাবে মহান আল্লাহর অসীম রহমতের উপর আশা ছেড়ে দেওয়ার কাছাকাছি থাকে তবে তাদের সাথে আশার সাথে আচরণ করা উচিত। পক্ষান্তরে কেউ গাফিলতিতে নিমজ্জিত হলে মহান আল্লাহর ভয়ে তাকে এ অবস্থা থেকে বের করে আনা উচিত।

জিনিষ সহজ করুন

অন্যদের দেখানোর চেয়ে জিনিসগুলিকে সহজ এবং সহজ করে তোলা গুরুত্বপূর্ণ ইসলাম অনুসরণ করা একটি বোঝা ধর্ম। সহীহ বুখারীর ৬১২৫ নম্বর হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরামর্শ দিয়েছেন। এ কারণেই ইমাম বুখারীর একটি হাদিসে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন। , আদাব আল মুফরাদ, 43 নম্বর, যে তাকে একটি সহজ এবং সহজ ধর্ম দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। যারা ইসলামের বাণী প্রচার করে তারা প্রায়শই ভুলভাবে ইসলামকে জটিল করে তোলে যেখানে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে সরলীকরণ করেছেন।

মৃদু জেদ

যে ব্যক্তি ইসলামের বাণী প্রচার করতে চায় তার উচিত অন্যদেরকে ভালো কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। মানুষ দ্রুত উদাসীন হয়ে যেতে পারে, তাই তাদের ধারাবাহিকভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 51:

" আর আমরা [বারবার] তাদের কাছে বাণী [অর্থাৎ কোরআন] পৌঁছে দিয়েছি যাতে তারা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

ঠিক সেই ছাত্রদের মত যারা বারবার তাদের নোটগুলিকে এর জ্ঞানকে শক্তিশালী করার জন্য সংশোধন করে তাদের মনের মধ্যে এক ঘন ঘন মনে করিয়ে দেওয়া থেকে উপকৃত হবে ইসলামের প্রকৃত বাণী। একজনকে শুধু একবার ভালো উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ভালো কথার পুনরাবৃত্তি করা অবিরাম পানির ফোঁটার মতো যা সময়ের সাথে সাথে ভেদ করে কাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন। এটা আল্লাহর রেওয়ায়েত উনাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক । উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ , মহিমান্বিত, শুধুমাত্র একবার বাধ্যতামূলক নামায কায়েম করার জন্য মুসলমানদের আদেশ করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তিনি পবিত্র কুরআন জুড়ে বহুবার তা করেছেন।

মহানবী নূহ (আঃ) প্রায় 950 বছর অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁর লোকদের কাছে ঈমানের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 14:

" এবং অবশ্যই আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি এবং তিনি তাদের মধ্যে এক হাজার বছর কম পঞ্চাশ বছর ছিলেন..."

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং বরকত বর্ষিত হোক, ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত ব্যবহার করেছেন এবং এমনকি তাঁর শেষ মুহুর্তেও সাহাবায়ে কেরামকে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 2697 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । অতএব, একজনকে এই মনোভাব অবলম্বন করা উচিত এবং কয়েকবার উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়ে শয়তানের ফিসফিসানির শিকার না হওয়া উচিত। যে মুসলমান অন্যদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয় তার কর্তব্য হচ্ছে তা ধারাবাহিকভাবে করা কিন্তু তা মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলবে কিনা তা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

তবে নিয়মিত হওয়া এবং অন্যদের শিকার করার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে তা চাপ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুসলমানের সবসময় অন্যদের ভালোর নির্দেশ দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি অন্যের জন্য অবাধ্য এবং বোঝা হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বেশি বক্তৃতা দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন কারণ তিনি সাহাবায়ে কেরামকে চাননি, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন, বিরক্ত ও অতিরিক্ত বোঝা হয়ে পড়েন। এ কারণেই সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধুমাত্র বৃহস্পতিবারে বক্তৃতা দিতেন যদিও তাঁকে আরও বেশি কিছু দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। এটি সহীহ মুসলিম, 7127 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পুরস্কারের আশায়

উপরন্তু, একজনকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয় যে তাদের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র পুরস্কৃত হয় যদি অন্যরা তাদের পরামর্শ শুনে এবং কাজ করে। এটা আল্লাহর মত মিথ্যা একের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে উচ্চতর, পুরষ্কার এবং প্রচেষ্টা একটি কর্মের ফলাফল নয়। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

শক্তিশালী প্রমাণ

ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল অন্যদের তাদের মতামত সমর্থন করার জন্য শক্তিশালী প্রমাণ সরবরাহ করতে হবে। এটা তখনই সম্ভব যখন তারা অধিকারী হয় সঠিক জ্ঞান। এর প্রমাণ নিতে হবে পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর হাদিস থেকে। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক । উদাহরণস্বরূপ, যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর আত্মীয়দের ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তখন তিনি তাদের মধ্যে তাঁর 40 বছর ব্যবহার করেছিলেন। প্রমাণ হিসেবে তিনি সত্য কথা বলছেন । এই প্রমাণ ছিল অনস্বীকার্য এমনকি অমুসলিমদের দ্বারাও । এই ঘটনাটি সহীহ বুখারী, 4553 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । কারো কারো দাম্ভিকতাই তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধা দেয় সত্যের কাছে অধ্যায় 10 ইউনুস, আয়াত 16:

"... কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

সুন্দর এবং সহজ উপস্থাপনা

জ্ঞানের উপস্থাপনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজনকে অসুবিধার ছবি আঁকার পরিবর্তে ইসলামের সৌন্দর্য এবং সহজতা দেখাতে হবে। সহীহ বুখারী, 6125 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরামর্শ দিয়েছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 185:

"... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না..."

তাদের কথাবার্তায় কখনোই ফুল ফোটানো উচিত নয় এবং বাজে কথা গোপন করা উচিত নয় আমি সুন্দর শব্দ। কিন্তু কোনটাই কম জ্ঞানের সমাহার নয় এবং উপস্থাপনা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের মতই মানবজাতির হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজন। এর একটি উদাহরণ সুনানে ইবনে মাজাহ, 42 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক সমস্যা ঠিকানা

দুর্ভাগ্যবশত , যারা ইসলামের বাণী প্রচার করে তাদের কেউ কেউ গাফেল হয়ে পড়েছে। তারা তাদের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বিতর্ক করার জন্য যা এমনকি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের সাথেও যুক্ত নয় । একবিংশ শতাব্দীর সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে এখন মুসলমানরা মুখোমুখি তারা অস্পষ্ট এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যাতে তারা অনন্য দেখায়। তাদের শিক্ষা অশিক্ষিত মুসলমানদেরকে তাদের বোঝানোর জন্য এই বিষয়গুলো নিয়ে তর্ক করতে উৎসাহিত করে এই পরিত্রাণের পথ.

বিশ্বস্ত

ইসলামের বাণী সঠিকভাবে প্রচার করতে হলে একজনকে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে। পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কীভাবে মহানবী (সাঃ) তাদের সকলকে বিশ্বস্ত বলে ঘোষণা করেছেন এবং শুধুমাত্র অন্যের উপকার কামনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 161-162:

"যখন তাদের ভাই লূত তাদের বললেন, "তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল।"

যেমনটি পূর্বের একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত ঘোষণা করেছিলেন তখন লোকেরা সবাই একমত হয়েছিল যে তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন যদিও অনেকে তাদের নিজের কথায় ফিরে গিয়েছিলেন এবং তাকে অস্বীকার করেছিলেন। তাফসীর ইবনে কাসীর, ভলিউম 10, পৃষ্ঠা 622 - 623 এ এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মহিমান্বিত, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ইসলামের বাণী প্রচার শুরু করার পরামর্শ দেন। এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য । একজনকে সর্বদা আত্মীয়দের সাথে শুরু করা উচিত এবং তারপরে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের কাছে এগিয়ে যাওয়া উচিত। একজন ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধন এবং তাদের আত্মীয়দের সাথে পরিচিতির কারণে তাদের উপদেশ অপরিচিতদের পরামর্শ দেওয়ার চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে। প্রকৃতপক্ষে, যদি প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব আত্মীয়দের উপর মনোযোগ না দিয়ে পরামর্শ দেয় আত্মীয় শুধুমাত্র কয়েক অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হবে. অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 214:

" এবং সতর্ক করুন, [হে মুহাম্মদ], আপনার নিকটতম আত্মীয়।"

এই পদক্ষেপের পরে পবিত্র কুরআন একজনকে ছড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয় তাদের স্থানীয় সমাজে ইসলামের বাণী। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 7:

" এবং এইভাবে আমরা আপনার প্রতি একটি আরবি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি শহরগুলির মাতা [অর্থাৎ, মক্কা] এবং এর আশেপাশের লোকদের সতর্ক করতে পারেন..."

চূড়ান্ত পদক্ষেপ হল মানবজাতিকে ইসলামের দিকে জাতীয় পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানানো। অধ্যায় 34 সাবা, শ্লোক 28:

" এবং আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিনি।"

মহান আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ক্রমান্বয়ে পদ্ধতি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন , তাই প্রত্যেক মুসলমান যে এই কাজটি করবে তাদেরও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

সীমা বুঝুন

পবিত্র কুরআন মানবজাতিকে শিক্ষা দেয় যে কিছু কিছু মানুষ বস্তুগত জগতে এতটাই ডুবে আছে যে তাদের অন্তরে কোন উপদেশ প্রবেশ করবে না। পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে এই দলটির হৃদয় পাথরের চেয়েও কঠিন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 74:

"অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল, পাথরের মত বা তার চেয়েও কঠিন..."

এই মুহূর্তে যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চায় তাদের উচিত এই ধরণের লোক থেকে আলাদা হয়ে অন্যের দিকে মনোনিবেশ করা । কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী , এমনকি এই ক্ষেত্রেও একজন মুসলিমকে সর্বদা পাপীদের প্রতি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত কারণ তারা যে কোন সময় অনুতপ্ত হতে পারে । 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত ৬৩:

"... এবং যখন অজ্ঞরা তাদের [কঠোরভাবে] সম্বোধন করে, তখন তারা [শান্তির কথা] বলে।"

একইভাবে পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন মহিমান্বিত, যে উপদেশ যখন একটি সীমা পৌঁছে যায় তখন একগুঁয়ে এবং বিপথগামী লোকদের আলাদা করা এবং ছেড়ে দেওয়াই উত্তম তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের কাছে। নিঃসন্দেহে এমন একটি দিন আসবে যখন আল্লাহ তায়ালা উন্নত, মানবজাতিকে অবহিত করবে কে সৎপথে ছিল এবং কে হারিয়েছিল অন্ধকারে অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 55:

"এবং যখন তারা মন্দ কথা শোনে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, "আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হবে, আমরা অজ্ঞদের সন্ধান করি না।"

মুসলমানদের কখনই হতাশাগ্রস্ত এবং বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় যখন তাদের ভাল পরামর্শ অন্যদের প্রভাবিত করে না। কিছু ক্ষেত্রে, এই মানুষ গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হয় এমন পরিমাণে তাদের অন্তর আবৃত হয়ে যায়। এই পর্দা তাদের প্রভাবিত করা ভাল উপদেশ বাধা দেয় একটি ইতিবাচক উপায়ে। একটি হাদিস পাওয়া গেছে সুনানে ইবনে মাজা, 4244 নম্বর , কিভাবে একটি পাপ ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ তৈরি করে। একজন যত বেশি পাপ করে ততই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় এই অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

“ না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।”

এটি অন্য আয়াতের অনুরূপ যেখানে আল্লাহ , মহিমান্বিত, ঘোষণা করে যে তাদের কান, চোখ এবং হৃদয় সত্য থেকে আড়াল করা হয়েছে এবং তাই তারা সত্যের দিকে পরিচালিত হতে পারে না । অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 7:

" আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের শ্রবণের উপর মোহর স্থাপন করেছেন এবং তাদের দৃষ্টির উপর একটি পর্দা রয়েছে..."

দোষ ইসলামের বাণীর নয়, বিপথগামীদের অন্তরে। ঠিক যেমন দোষ একজন অন্ধ ব্যক্তির চোখে, উজ্জ্বল সূর্যের নয়। দুর্ভাগ্যবশত, তার একগুঁয়ে মনোভাব একটি ব্যাপক সমস্যা হয়ে উঠেছে সমাজের মধ্যে। এর মধ্যে কিছু লোক ইসলামে বিশ্বাস করে তবুও পবিত্র কোরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদিসের শিক্ষার জন্য তাদের হৃদয় ও মন বন্ধ করে রেখেছে। এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক। তারা এমন কোনো ভালো উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যা তাদের উপকারে আসে আমি উভয় জগতেই।

যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে বেছে নেয় তাদের বুঝতে হবে যে দুই ধরনের মানসিকতা মানুষ গ্রহণ করতে পারে। প্রথমটি হল যখন কেউ একটি সমস্যা সম্পর্কে আগে থেকেই তাদের মন তৈরি করে এবং তারপরে শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলি অনুসন্ধান করে এবং গ্রহণ করে যা তাদের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাসকে সমর্থন করে। যেখানে , সঠিক মনোভাব হল বিভিন্ন বিষয়ে জোরালো প্রমাণ অনুসন্ধান ও গ্রহণ করে খোলা মন নিয়ে জীবনযাপন করা। প্রথম মানসিকতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সমস্যা সৃষ্টি করবে। দুর্ভাগ্যবশত, এই কিভাবে কিছু দিক মিডিয়া কাজের. তারা পূর্বনির্ধারিত তারা যে তথ্য প্রকাশ করতে চায়, দুর্বল সমর্থনকারী প্রমাণের বিটগুলি খুঁজে বের করে এবং তারপর

বিশ্বের দেখার জন্য অনুপাতের বাইরে এটি গাট্টা. যারা ইসলামের বাণী প্রচার করছে তাদের উচিত প্রথম ধরণের লোকদের এড়িয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় দলকে সত্যের দিকে দাওয়াত দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করা।

ধৈর্য

যখনই কেউ অন্যকে ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানায়, ভালোর আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, তখনই তারা অন্য অনেকের গাফিলতিহীন জীবনধারাকে চ্যালেঞ্জ করে যা তাদের যেভাবেই হোক সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করবে । অতীতের সকল জাতি তাদের নবী (সা.) -কে প্রত্যাখ্যান করার প্রধান কারণ ছিল এই কারণেই। তারা তাদের জীবনধারা ও বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করতে পারেনি এবং তাদের রক্ষায় আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল । মহিমান্বিত, এবং তাদের মহানবী সা তার উপর হতে যখন কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি গ্রহণ করে তখন তাদের নিজের আত্মীয়-স্বজন সহ অন্যদের দ্বারা সৃষ্ট অনেক কষ্টের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকতে হবে। মহানবী , শান্তি তাদের উপর থাকুক, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় উন্নত, তবুও তারা অগণিত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তাদের জাতি থেকে। একজনকে শুধুমাত্র পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিস অধ্যয়ন করতে হবে এবং তার উপর বরকত বর্ষিত হোক, এই সত্যটি পালন করার জন্য। যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং তাঁর উপর বরকত বর্ষিত হোক, একবার একটি হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে জামি আত তিরমিযী, 2472 নম্বরে পাওয়া যায় যে , সৃষ্টির মধ্যে কেউই আল্লাহর পথে নির্যাতিত হয়নি । মহিমান্বিত, তার চেয়েও বেশি।

এই ধরনের ক্ষেত্রে অন্যের খারাপ মনোভাবের প্রতিক্রিয়া শিক্ষিত, শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং মৃদু। এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় অধ্যায় 19 মরিয়ম , আয়াত 46 - 47:

"[তার পিতা] বললেন, "হে ইব্রাহীম, তোমার কি আমার দেবতাদের প্রতি কোন আকাঙক্ষা নেই? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর ছুঁড়বো, তাই আমাকে দীর্ঘ সময় এড়িয়ে যাও।" [ইবরাহীম] বললেন, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হবে। আমি তোমার জন্য আমার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহশীল।

এখানে মহানবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সদয় ও শ্রদ্ধাশীল জবাব তার উপর, তার বড়ের কঠোর মনোভাবের প্রতি আলোচনা করা হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে , একজন ব্যক্তির অবশ্যই একটি চরিত্রের ত্রুটি থাকতে হবে যদি তারা সকলের সাথে মিলিত হওয়ার দাবি করে। সমাজের সদস্যদের মধ্যে পার্থক্যের কারণে একজন ব্যক্তি কখনই সবার সাথে মিলিত হতে পারে না। তারা সর্বদা এক বা একাধিক হবে যারা দ্বিমত পোষণ করে তাদের মানসিকতা, জীবনধারা এবং পরামর্শ দিয়ে। এই বৈচিত্র্য উত্তেজনা এবং মাঝে মাঝে সমস্যা সৃষ্টি করবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা দ্বিমুখী হয়ে ভন্ডদের মানসিকতা অবলম্বন করেছে। যদি মহানবী সা তাদের উপর হও, সবার কাছে প্রিয় ছিল না একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে পারে এই মর্যাদা অর্জন? এই কারণেই অপপ্রচারে বিশ্বাস করা উচিত নয় কারণ এইভাবে সবচেয়ে বেশি দুর্ব্যবহার করা দলটি ছিলেন নবী , শান্তি। তাদের উপর হতে এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4023 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে ।

উদাহরণ স্বরূপ, হযরত মূসা (আঃ) একবার একজন নির্লজ্জ মহিলা কর্তৃক অবৈধ সম্পর্কের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সে আল্লাহর শত্রু দ্বারা তাকে অপবাদ দিতে প্রলুব্ধ হয়েছিল মহিমান্বিত , কুরাউন । যখন সে অভিযুক্ত হযরত

মূসা আলাইহিস সালাম তাকে, প্রকাশ্যে একটি ধর্মীয় সমাবেশের সময় তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। যখন তিনি তার প্রতিক্রিয়া দেখেন তখন তিনি অবিলম্বে তার অভিযোগ প্রত্যাহার করেন এবং সত্য স্বীকার করেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা উচুঁ, ধ্বংস করা কুরাউন পৃথিবীকে আদেশ দিয়ে তাকে এবং তার বিশাল ভান্ডারকে গ্রাস করে। এই ঘটনাটি ইমাম যাহাবীর , The Major Sins, পৃষ্ঠা 166 - 167 এ লিপিবদ্ধ হয়েছে । অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 81:

" এবং আমি তাকে এবং তার ঘরকে মাটিতে গ্রাস করে দিয়েছিলাম..."

মহানবী , শান্তি তাদের উপর অনেক সময় অপবাদ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তাদের মিশনে অবিচল ছিল যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় লাভ করে । উন্নত মহান আল্লাহ যখন কোন কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন, যেমন তাকে সাহায্য করা বিশ্বাসের সত্য বাণী ছড়িয়ে দেয় সমগ্র সৃষ্টি সম্মিলিতভাবে তাকে থামাতে পারে না।

মুসলমানদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে শব্দটি ছড়িয়ে দেওয়ার সময় তারাও কষ্টের সম্মুখীন হবে ইসলামের তাই তাদের অবশ্যই মহানবী (সা .)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে , শান্তি তাদের উপর বর্ষিত হোক, অসুবিধার মুখে অবিচল থাকার মাধ্যমে । এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের মনোভাব তাদের সঙ্গে সন্তুষ্ট, এবং ধার্মিক পূর্বসূরীদের. যদি কেউ তাদের সাথে পরবর্তী জগতে যোগদান করতে চায় তবে তাদেরও এই মনোভাব অবলম্বন করতে হবে।

দরকারী তথ্য

দুর্ভাগ্যবশত, কেউ কেউ অতীতের জাতির ভুল সম্পর্কে মানবজাতিকে সতর্ক করা ছেড়ে দিয়েছে এবং কিভাবে তাদের ফলস্বরূপ ধ্বংস করা হয়েছিল। পরিবর্তে , তারা আল্লাহর রহমতের প্রতি ইচ্ছুক চিন্তাভাবনার ধারণাকে স্ফীত করে শ্রোতাদের কীভাবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে এবং সাধুত্ব অর্জন করতে হবে তা না শিখিয়ে সাধুদের সম্পর্কে গল্প বলার মাধ্যমে উচ্চতর । ইসলামের দাওয়াতকারীরা এই মিথ্যা ধারণা দেয় যে সাপ্তাহিক ধর্মীয় সমাবেশে যোগদান এবং শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি নিজের ভালবাসা ঘোষণা করার মধ্যেই মুক্তি নিহিত রয়েছে । মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা এবং আশীর্বাদ বর্ষিত হোক তাঁর উপর, এবং সাধুদের কথার মাধ্যমে কাজ দ্বারা সমর্থন না করে। তারা এই আচরণটি গ্রহণ করে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে একজন জনপ্রিয় বক্তা হওয়া সমস্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ঐতিহ্যকে পূর্ণ করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ । অধ্যায় 74 আল মুদ্দাত্থির, আয়াত 1-2:

"হে নিজেকে [পোশাক দ্বারা] আবৃতকারী। উঠুন এবং সতর্ক করুন।"

প্রতিটি ইসলামিক বক্তৃতা একটি সংক্ষিপ্ত এবং দরকারী বার্তা প্রদান করা উচিত. দুর্ভাগ্যবশত , কেউ কেউ শুধুমাত্র সেই সমাবেশে যোগ দেয় যা গল্প বলার সমন্বয়ে গঠিত কোন বাস্তব উদ্দেশ্য এবং অর্থ ছাড়া. এই সমাবেশগুলি শুধুমাত্র ফুলের কিন্তু অর্থহীন বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে খুশি করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। কিছু লেকচারার ভুলভাবে বিশ্বাস করেন যে সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের শ্রোতাদের ঘন্টার মূল্যের তথ্য প্রদান করতে হবে। কিন্তু তারা কিছু ভাল শব্দ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যা দর্শকদের উন্নতির দিকে অনুপ্রাণিত করে অনেক ভালো। একটি

সমাবেশ তখনই কার্যকর হয় যখন শ্রোতারা নিজেদের সংস্কারের আন্তরিক অভিপ্রায় নিয়ে চলে যায়। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন যে বিশ্বাসের বাণী ছড়িয়ে দিতে চায় তাকে মৌলিক বিষয়ের উপর কাজ করার আগে নতুন ধারণা এবং ধারণা অনুসন্ধানের ভুল মনোভাব থেকে দূরে সরে যেতে হবে।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য বিশেষ করে, যারা ইসলামের বাণী প্রচার করতে চান, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যার অনেকগুলি এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অন্যদের কাছে প্রচার করার আগে ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করা। এর ফলে মানুষের অন্তর ইসলামের দিকে ঝুঁকবে যাতে ইসলামের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, অর্থাৎ মানবতার প্রতি ভালোবাসা ও সঠিক পথপ্রদর্শন করা যায় যাতে তারা নিরাপদে দুনিয়া থেকে জান্নাতের দরজায় যাত্রা করতে পারে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 69:

" এবং যারা আমাদের জন্য চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের আমাদের পথ দেখাব..."

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe